গাংনীতে বিদুৎষ্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

বিদ্যুৎচালিত সেচ পাম্পের সুইচ দিতে গিয়ে বিদুৎষ্পৃষ্টে আব্দুল হান্নান(৭৫)নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ এপ্রিল) সকাল দশটার দিকে গাংনী উপজেলার দেবীপুর গ্রামের দক্ষিন পাড়ায় এই ঘটনাটি ঘটে। আব্দুল হান্নান দেবীপুর গ্রামের খোদা বক্সের ছেলে।

আব্দুল হান্নানের মৃত্যুর ঘটনাটি নিশ্চিত করে ইউপি সদস্য হিরোক আহমেদ।

তিনি জানান, আব্দুল হান্নান নিজ বাড়ির পাশে নিজের বৈদ্যুতিক সেচ পাম্পের সুইস দিতে গিয়ে বিদুৎষ্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে স্থানীয়রা হান্নানের মরদেহ উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে আসেন।

স্থানীয় বামন্দী ক্যাম্প পুলিশের এসআই শরীফুল ইসলাম জানান, বিদুৎষ্পৃষ্টে কৃষক মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। মরদেহ ওই কৃষকের পরিবারের হেফাজতে রয়েছে।

মেহেরপুরের গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধার রাস্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাদিয়াপাড়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মহসিন আলী মাস্টারকে (পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ১০টার সময় বাদিয়াপাড়া গ্রামে তাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। গাংনী থানা পুলিশের একটি দল

গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

এসময় বিউগলে করুন সুর বাজানো হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম অভিবাদন গ্রহণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধা মহসিন আলীর মরদেহ জাতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদিত করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন-মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী এম এ খালেক, বামন্দী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, স্থানীয় বীর মুুক্তিযোদ্ধা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মহসিন আলীর মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ। পরে গার্ড অব অনার ও নামাজে জানাজা শেষে স্থানীয় গারেস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা মহসিন আলী মাস্টার বেশ কিছুদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত কারণে বিভিন্ন অসুখে ভুগছিলেন। বাড়িতে রেখেই তার চিকিৎসা চলছিল। গতরাত ১ টার দিকে অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

তার এক ছেলে, দুই মেয়ে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছেন।

গাংনীতে মায়ের বকুনি খেয়ে শিশুর আত্ম*হ*ত্যা

মায়ের বকুনি খেয়ে আত্মহত্যা করেছে ইসমত তারা ওরফে জোসনা (১২) নামের এক শিশু।

গতকাল বুধবার (২৪ এপ্রিল) দুপুরের দিকে নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে সে। জোসনা খাতুন গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের ইউসুফ আলীর মেয়ে।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম বলেন, জোসনার মা তাকে বাড়ির হাঁস-মুরগিকে খেতে দেওয়ার কথা বলেন। জোসনা খাতুন পারবেনা জানালে তাকে বকাবকি করেন। এতে সে মায়ের উপর অভিমান করে নিজ ঘরের আড়ার সাথে উড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে।

এঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

গাংনীতে হিটস্ট্রোকে একজনের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামে হিটস্ট্রোকে হাজী মোঃ আব্দুল বারী (৭০) নামের একজন মারা গেছেন। হাজী মোঃ আব্দুল বারী গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের পুকুরপাড়া এলাকার মৃতি আলম শেখের ছেলে।

গতকাল বুধবার (২৪ এপ্রিল) দুপুরের দিকে প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়লে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে মারা যান তিনি।

আব্দুল বারীকের জামাতা আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বাড়ির বাইরে একটু হাটাহাটি করছিলেন। প্রচন্ড রোদে শরীর খারাপ হলে বাড়িতে আসেন। পরে অসুস্থ হয়ে পড়লে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে মারা যান। প্রচন্ড গরমে হিটস্ট্রোক করে মারা যান বলে জানান তিনি।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিনুর রেজা বলেন, সন্ধ্যা ছয়টায় চুয়াডাঙ্গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসের আর্দ্রতা ৩৪%।

গত এক সপ্তাহ মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে ৪২ থেকে ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে উঠা নামা করছেন। প্রচন্ড গরমের কারনে মানুষ ও প্রাণীকুলে নেমে এসেছে চরম অস্বস্তি।

[redacted]

[redacted]

তীব্র তাপদাহ ও অনাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে বৃষ্টির জন্য গাংনীতে সালাতুল ইস্তিসকার নামাজ আদায় করেন।

এসময় গাংনী পৌর শহরের বিভিন্ন মুসল্লীরা ইস্তিসকার নামাকে উপস্থিত হয়ে নামাজ শেষে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে বৃষ্টির প্রার্থনা করেন।

গাংনীতে অনুমোদনহীন ফুড এন্ড বেভারেজ কারখানাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে অভিযান চালিয়ে লাইসেন্স ও অনুমোদন ব্যতিত আইসক্রিম, ললিপপ, আইস ড্রিংকস তৈরি করার অপরাধে আইকন ফুড এন্ড বেভারেজের মালিককে ৫০হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুরের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে গাংনী স্যানিটারি ইন্সপেক্টর জনাব মো: মশিউর রহমান, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: জিবরাইল হোসেন ও মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম অংশ নেন।

সজল আহমেদ জানান, মেসার্স আইকন ফুড এন্ড বেভারেজ নামক একটি আইসক্রিম, আইস ললি ও আইস ড্রিংকস তৈরিকারি প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে দেখা যায় যথাযথ লাইসেন্স ও অনুমোদন ব্যাতিত বিভিন্ন নিম্নমানের অননুমোদিত কৃত্রিম রঙ, ফ্লেভার, কেমিক্যাল ব্যবহার করে তৈরি হচ্ছে নানা প্রকার আইসক্রিম ও আইস ললি, হাই স্পিড, সেভেন আপ, রোবো, রোবোটসহ নানা নামে তৈরি হচ্ছে এসব পণ্য ড্রিংকস পানীয়। কেমিক্যাল ব্যবহার করলেও নেই কোন কেমিস্ট বা ল্যাব। উৎপাদিত এসব পণ্যের মানা হচ্ছেনা কোন মোড়কীকরণ বিধি। অননুমোদিত ক্ষতিকর রঙ ও ফ্লেভার দিয়ে অস্বাস্থ্যকরভাবে তৈরি বাচ্চাদের প্রিয় এসব পণ্য

ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে মেহেরপুর ও কুষ্টিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

তিনি আরও জানান, প্রচন্ড তাপদাহ ও গরমে এসব পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় সুযোগ নিচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা এবং এসব পণ্য মেহেরপুরের হাড়াভাংগা গ্রামে তৈরি হলেও মোড়কজাত ও বাজারজাত করা হচ্ছে ঢাকা- বাংলাদেশ, মুন্সিগঞ্জ-বাংলাদেশ, সাতক্ষীরা-বাংলাদেশ, বি-বাড়িয়া বাংলাদেশ, টংগী, গাজিপুরসহ বিভিন্ন এলাকার নাম লেখা প্যাকেট সমূহে।

এ সমস্ত অপরাধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার মো: লিখন আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭, ৪২ ও ৪৩ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির যথাযথ লাইসেন্স ও অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়।

।

গাংনীর তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের নারী সদস্যের অভিযোগের প্রতিবাদে ১১ মেম্বরের প্রতিবাদ

গাংনী উপজেলায় তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদার বিরুদ্ধে সংরক্ষিত নারী সদস্যের লিখিত অভিযোগের প্রিতিাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন ওই ইউনিয়নের ১১ মেম্বর।

আজ মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) দুপুরে গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবে এসে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান তারা।

সংবাদ সম্মেলনে মেম্বরদের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের সদস্য আঃ ওহাব।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গতকাল সোমবার গাংনীর তিনটি অনলাইন

পেইজ (ফেসবুকে) তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের ৪,৫,৬, নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য দিপালী খাতুন চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাসের বিভিন্ন কাজের অনিয়ম তুলে ধরে মিথ্যা সংবাদ সম্মেলন করেন। একটি লিখিত অভিযোগ গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিভিন্ন দফতরসহ সাংবাদিক সংগঠনগুলোকে দেন। তারই প্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার দুপুরে আমরা ১১ ইউপি সদস্য তার মিথ্যা অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি। ২ জন সংরক্ষিত নারী সদস্যসহ ১১ জন সদস্য যেখানে এক সাথে কাজ করছি। সেখানে একজন ব্যক্তি নিজের কাজের অনিয়ম ঢাকতে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এই সংবাদ সম্মেলন ও মিথ্যা লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

তারা আরো বলেন, ইউপি সদস্য দিপালী খাতুন প্রায় সময় ইউনিয়ন পরিষদে কম আসেন। পরিষদে আসলেও ছোটখাটো বিষয় নিয়ে সদস্য ও চেয়ারম্যানের সাথে বিভাজন সৃষ্টি করেন। মাঝে মাঝে অন্যান্য মেম্বরদের সাথে অসাদাচারণ করার পাশাপাশি অশ্রাব্য ভাষায় গালগালিজ দিয়ে থাকেন। তার উগ্র আচরণের কারণে কেউ তার সাথে কথা বলতে চাননা।

চেয়ারম্যান নাজমুল হুদার বিরুদ্ধে আনিত এলজিএসপি’র প্রকল্পে দূর্ণীতি, স্বজন প্রীতি, ওয়ান পার্সেন্টের হিসাব না দেওয়াসহ পরিষদের অন্যান্য বরাদ্দ আত্মসাৎ প্রসঙ্গে তারা বলেন, সকল ধরণের বরাদ্দ মেম্বর ও অফিসের সহকারিদের সমন্বয়ে আলাপ আলোচনা করে গ্রহণ করা হয়।

গাংনীতে পিএসকেএসের কৃষি পরামর্শ সভা ও উপকরণ বিতরণ

গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর কৃষি খাতের আওতায় কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রের আয়োজন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার(২৩ এপ্রিল) সকালে উক্ত পরামর্শ কেন্দ্র পরামর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনীর উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা কৃৃষিবিদ মোঃ ইমরান হোসেন। বর্তমান সময়ে ধানের অবস্থা আম ও লিচুর মুকুলের

ব্যবস্থাপনা আলোচনা করা হয়।

এসময় উপকারভোগীদেরকে উক্ত উপকরণ প্রদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ কিভাবে এর রক্ষণাবেক্ষন করতে হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয় । উপকরণ বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন পিএসকেএস এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সকল কর্মকর্তাগণ ।

গাংনীতে একটি পরিবারকে অবরোধ করে রাখার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামে দুই ডাব চুরির অপরাধে লিমন হোসেন (১৬) ও বকুল হোসেন (১৬) নামের দুই কিশোরকে আটকের জের ধরে সাবেক ইউপি সদস্য জাফর আলী (৭০) ও তার স্ত্রী মহাসিনা বেগমকে (৬৫) মারধর করেছে। শুধু মারধরই নয়, পুরো পরিবারকে অবরোধ করে রেখেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় ৯৯৯ কল দিলে গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আলিমুল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অভিযুক্ত লিমন ও বকুলকে নিয়ে আসেন। পরে অজ্ঞাত কারনে ওই রাতেই তাদের ছেড়ে দেন। ছাড়া পাবার পর গৃহকর্তা জাফর, তার স্ত্রী মহাসিনা বেগমকে মারধর ও বাড়িতে অনাধিকার প্রবেশ করে হামলা চালাই।

গৃহকর্তা জাফর জানান, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের জাহাঙ্গীর আলম ওরফে বাবুর ছেলে লিমন হোসেন ও আতাউল ইসলামের ছেলে বকুল হোসেন গত রবিবার (২১ এপ্রিল) দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ৯ টার দিকে ওই বাড়ির প্রাচীর টপকে ডাব চুরি করে।

এসময় প্রতিবেশী আব্দুর রাজ্জাক, জাকির হোসেন, মিজানসহ অন্যান্যরা তাদের দেখে ফেলেন। এসময় কিশোর লিমন হোসেন ও বকুল হোসেনকে আটক করে রাখেন। খবর পেয়ে লিমনের বাবা জাহাঙ্গীর আলম ও বকুল হোসেনের পিতা আতাউল ইসলাম ওই বাড়িতে প্রবেশ করে নানাভাবে হুমকী ধামকী দেন। এছাড়া গৃহকর্তা জাফরকে হামলা চালিয়ে মারধর করেন। এছাড়া হ্যামার দিয়ে ঘরের দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করেন। অবস্থা

বেগতিক দেখে তারা পুলিশের ৯৯৯ নম্বরে কল দিলে গাংনী থানার এসআই আলিমুল সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে এসে অভিযুক্ত দুজনকে হেফাজতে নেন। এসআই আলিমুল অভিযুক্তদের থানায় না নিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য সাহাবুদ্দীন আহম্মেদের হাতে জিম্মায় রাখেন। যখন চাইবে তখন উপস্থিত করবে এই শর্ত।

আজ সোমবার সকালে জাফরের স্ত্রী মহাসিনা বেগম পাড়ার একটি দোকানো কিছু বাজার করতে গেলে লিমনের মা লতা খাতুন ও তার শাশুড়ি আমপারা খাতুন তাকেও মারধর করেন বলে অভিযোগ কেরেন তিনি। শুধু মারধর করেই ক্ষান্ত হয়নি, জাফরের পরিবারের কোনো সদস্যকে বাড়ির বাইরে যেতে দেবেনা বলেও হুমকী ধামকি দিচ্ছেন লিমনের পিতা জাহাঙ্গীর আলম।

এ ব্যাপারে গাংনী থানার এসআই আলিমুল জানান, ভুক্তভোগী পরিবারকে সকালে থানায় এসে লিখিত দেওয়ার করা বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা দেইনি। আমরা এইজন্য কোনো ব্যবস্থা নিতে পারিনি। আইনগত ব্যবস্থা নিতে হলে তো ভুক্তভোগী পরিবারের লিখিত অভিযোগ থাকতে হবে।

গাংনীর নিত্যনন্দপুর গ্রামকে বাল্যবিয়ে মুক্ত ঘোষণা

বাল্য বিবাহ একটি অভিসাপ। বাল্য বিয়ের ফলে আমরা আগামীতে যেমন একটি পুস্টিহিন জাতী পাবো, তেমনী হারাবো আমাদের আদরের সন্তানকে। তাই পিতা মাতা তাদের সন্তানকে মৃত্যুর কোলে তুলে দিতে চাননা। সচেতন হয়েছেন অভিভাবকরা। সরকারি এবং বেসরকারী উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির কাজ করছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযাগীতায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, সামাজিক নেতৃবৃন্দ ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে এই গ্রামটিতে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। এরফলেই সচেতন হয়ে উঠছেন এলাকার অভিভাবকরা। এজন্যই বিগত ৫/৬ বছরের ইতিহাসে গাংনী উপজেলার খ্রীষ্টান অধ্যুষত নিত্যনন্দপুর গ্রামে

একটিও বাল্য বিয়ে হয়নি।

আজ সোমবার বিকালে (২২ এপ্রিল) বিকালে নিত্যনন্দপুর গ্রামটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাল্যবিয়ে মুক্ত গ্রাম ঘোষণা করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে নিত্যনন্দপুর গ্রামকে শিশুবিবাহ মুক্ত ভিডিটি এলাকা ঘোষণা উপলক্ষে র্যালি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“শিশুবিবাহ বন্ধ করি, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে গাংনী উপজেলার নিত্যনন্দপুর গ্রামের ইউনাইটেড চার্চের সামনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের স্থানীয় নেতা বেঞ্জামিন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নং ওয়ার্ডের সদস্য গোলাম মোস্তফা।

বিশেষ অতিথিরি বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী অঞ্চলের এরিয়া সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দিন, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন।

স্থানীয় নারী নেত্রী হোসনে আরা হাসি মন্ডলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, স্থানীয় চার্চের পুরোহিত মিলন মন্ডল, মিস্টার কাজল মন্ডল, হান্না মন্ডল, সুশি সরকার প্রমুখ। এসময় ধানখোল ইউনিয়নের ইউসি আবুল বাশার উপস্থিত ছিলেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযোগীয় এই কর্মসূচির আয়োজন করে নিত্যনন্দপুর গ্রাম উন্নয়ন দল, ধানখোলা ইউনিয়ন ইয়ূথ ইউনিট ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদ।

এর আগে একটি র্যালী সভাস্থল থেকে শুরু হয়ে কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করে।